প্রতিবেদন

২৯ কোম্পানির ওষুধ ক্ষতিকর, ভেজাল ও নিম্নমানের

● খোন্দকার তাজউদ্দিন

সংসদীয় কমিটির রিপোর্ট দেয়ার দুই বছর পর টনক নড়েছে ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তরের। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি ও মন্ত্রণালয় গঠিত তদন্ত কমিটি দুই দফা পরিদর্শন শেষে ২০১২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ৭৩টি কোম্পানির ওষুধকে নিম্নমানের বলে চিহ্নিত করে এবং কোম্পানিগুলোর বিরুদ্ধে শাস্তির সুপারিশ করে। শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টি দুই বছর আটকে থাকার পর অভিযুক্ত কোম্পানিগুলো নিম্নমানের ওষুধ উৎপাদন ও বিপণনের সুযোগ পায়। অদৃশ্য কারণে গত দুই বছর সময়ক্ষেপণের পর বর্তমান স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিমের নির্দেশে ঝুঁকিপূর্ণ ওষুধ উৎপাদনকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু হয়েছে।

ইতিমধ্যে মিসটিক ফার্মাসিউটিক্যালস লি. নামে একটি কোম্পানির লাইসেন্স সাময়িকভাবে বাতিল করে এর ওষুধ উৎপাদন, মজুদ, বিক্রি ও বিতরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ৪১টি কোম্পানিকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে ২৯টি কোম্পানির ওষুধ স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। উন্নয়নের শর্তারোপ করা হয়েছে ২৩ কোম্পানির ওপরে।

ওষুধ প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, আদালতের স্থগিতাদেশ থাকায় ১৪টি কোম্পানির বিরুদ্ধে আপাতত ব্যবস্থা নেয়া যাচ্ছে না। ১৭টি কোম্পানিতে পুনঃপরিদর্শনের কাজ চলছে। সংসদীয় কমিটি সূত্রে জানা যায়, দেশে ওষুধ কোম্পানি রয়েছে ২৪৭টি। কমিটি সরেজমিন পরিদর্শন করে ২০০টি কোম্পানি। পরিদর্শনে দেখতে পেয়েছে এগুলোর মধ্যে দেশে মানসম্মত ওষুধ তৈরি করে ৫০টি কোম্পানি। ভেজাল ও নিম্নমানের ওষুধ তৈরি করে ৫০টি কোম্পানি। আর মাঝারি মানের ওষুধ তৈরি করে ১২০টি কোম্পানি।

- দেশে ওষুধ কোম্পানি ২৪৭টি
- সংসদীয় কমিটির সরেজমিন পরিদর্শন ২০০টি
- মানসম্মত ওষুধ তৈরি করে ৫০টি কোম্পানি
- মাঝারি মানের ওষুধ ১২০টি কোম্পানির
- ভেজাল ও নিম্নমানের ৫০টি কোম্পানির
- ১৪টি কোম্পানিকে শোকজ করা যায়নি আদালতে রিটের কারণে
- পুনঃপরিদর্শন চলছে ১৭টি কোম্পানি
- স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর ২৯টি কোম্পানির ওষুধ
- উন্নয়নের শর্তারোপ ২৩ কোম্পানিকে

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ২০০৯ সালের আগস্ট মাসে রিড ফার্মাসিউটিক্যালসের উৎপাদিত বিষাক্ত কেমিক্যাল মিশ্রিত প্যারাসিটামল খেয়ে কিডনি বিকল হয়ে ২৫ শিশুর মৃত্যু ঘটে। ওই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সারাদেশে ওষুধ কারখানা সরেজমিন পরিদর্শনের লক্ষ্যে সংসদ সদস্য নাজমুল হাসান পাপনকে প্রধান করে বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে ৮ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি গঠনের তিন মাসের মধ্যে সারাদেশে সরেজমিন ঘুরে তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ করার কথা বলা হয়। দুই বছর সময় নিয়ে কমিটি সারাদেশে ২০০টি কারখানা পরিদর্শন করে। কিন্তু প্রভাবশালী মহলের চাপে তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। চূড়ান্ত প্রতিবেদন দিতে নানা টালবাহানা শুরু হয়। জানা যায়, কমিটি ২০০টি কারখানা পরিদর্শনের পর অধিকাংশ কারখানার ওষুধ উৎপাদন পদ্ধতি, মান ও পরিবেশ নিয়ে সন্তুষ্ট হতে পারেনি। যে কারণে নানা লবিং শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত কমিটি রিপোর্ট প্রকাশ করে, কিন্তু রিপোর্ট প্রকাশের পর দুই বছর পার হয়ে গেলেও কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন করা হলে সংসদীয় কমিটির সভাপতি শেখ ফজলুল করিম এমপি বলেন, গত সংসদ থেকেই বিষয়টি নিয়ে সংসদীয় কমিটি কাজ করছে, ইতিমধ্যে রিপোর্ট দিয়েছে। রিপোর্ট কার্যকর করবে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। দুই বছর আগে রিপোর্ট জমা দেয়া হলেও তা কেন কার্যকর হয়নি তার জবাব স্বাস্থ্যমন্ত্রী ভালো দিতে পারবেন। স্বাস্থ্য সচিব এমএম নিয়াজউদ্দিন বলেন, সংসদীয় কমিটির বৈঠকে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে। পুনঃপরিদর্শনের সিদ্ধান্ত হয়েছে। কিছু আইনি জটিলতা ও কিছু প্রতিষ্ঠানের সময় প্রার্থনার কারণে ক্ষতিকর বিবেচিত কোম্পানিগুলো বন্ধ করা যায়নি।

ঝুঁকিপূর্ণ ২৯ কোম্পানি

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি ও ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তরের অনুসন্ধানে ঝুঁকিপূর্ণ ২৯টি কোম্পানির ওষুধ স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বলে চিহ্নিত হয়েছে। ক্ষতিকর কোম্পানিগুলো হলো অয়েস্টার ফার্মা লি., এজটেক ফার্মাসিউটিক্যাল লি., বেঙ্গল টেকনো ফার্মা লি., ব্রিস্টল ফার্মা লি., ইন্দো বাংলা ফার্মা লি., ইনোজ ফার্মাসিউটিক্যালস লি., ওয়েসিস ল্যাবরেটরিজ লি., ফার্মস ল্যাবরেটরিজ লি., রাসা ফার্মাসিউটিক্যালস লি., রেমো ফার্মাসিউটিক্যালস লি., স্ট্যান্ডার্ড ল্যাবরেটরিজ লি., ইউনিভার্সাল ফার্মাসিউটিক্যালস লি., এবলেশন

ল্যাবরেটরিজ লি., বিকল্প ফার্মাসিউটিক্যালস লি., ডলফিন ফার্মা লি., জালফা ল্যাবরেটরিজ লি., মিল্লাত ফার্মাসিউটিক্যাল লি., ন্যাশনাল ল্যাবরেটরিজ লি., নর্থ বেঙ্গল ফার্মা লি., প্যারাডাইজ ফার্মা লি., কোয়ালিটি ফার্মা লি., স্পার্ক ফার্মাসিউটিক্যাল লি., সুনিপুণ ফার্মা লি., ট্রপিক্যাল ফার্মা লি., ইউনিক ফার্মাসিউটিক্যালস লি., এভার্ট ফার্মা লি., বেলসন ফার্মা লি. এবং সেইভ ফার্মাসিউটিক্যালস লি.।

উন্নয়ন শর্তারোপ ২৩ কোম্পানির

২৩টি ওষুধ কোম্পানিতে রয়েছে নানা সমস্যা। এসব সমস্যা সমাধান করে ২৩ কোম্পানি ওষুধ বিপণন করতে পারে বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়। কোম্পানিগুলো হলো– কুমুদিনী ফার্মা লি., ম্যাকস ড্রাগস লি., মার্কম্যান ফার্মাসিউটিক্যালস লি., অর্গানিক হেলথ কেয়ার লি., এপিসি ফার্মা লি., বেনহাম ফার্মা লি., সেন্ট্রাল ফার্মা লি., ক্রিস্টাল ফার্মাসিউটিক্যালস লি., ডিসেন্ট ফার্মা লি., দেশ ফার্মাসিউটিক্যালস লি., গ্লোবেক্স ফার্মা লি., মডার্ন ফার্মাসিউটিক্যালস লি., প্রিমিয়ার ফার্মাসিউটিক্যাল, লি., প্রাইম ফার্মা লি., সীমা ফার্মাসিউটিক্যালস লি., সিলকো ফার্মাসিউটিক্যালস লি., সিনথো ল্যাবরেটরিজ লি., ইউনাইটেড কেমিক্যালস অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যালস লি., হোয়াইট ফার্মাসিউটিক্যালস লি., বেঙ্গল ড্রাগস ফার্মা লি., ইলিক্সার ফার্মাসিউটিক্যালস লি., গ্রিনল্যান্ড ফার্মা লি. এবং মমতাজ ফার্মাসিউটিক্যালস লি.।

পুনঃপরিদর্শন ১৭ কোম্পানি

১৭টি কোম্পানির ওষুধ পুনঃপরিদর্শনের কাজ চলছে। কোম্পানিগুলো হলো– এমিকো ল্যাবরেটরিজ লি., মিসটিক ফার্মাসিউটিক্যালস লি., স্যালটন ফার্মাসিউটিক্যালস লি., এক্সিম ফার্মাসিউটিক্যালস লি., এলকাড ফার্মা লি., কসমো ফার্মাসিউটিক্যালস লি., স্কাই ল্যাব ফার্মা লি., ইউনিয়ন ফার্মাসিউটিক্যালস লি., মেফনাজ ফার্মা লি., বসকো ল্যাবরেটরিজ লি., সিটি ফার্মা লি., ড্রাগল্যান্ড লি., গ্লোব ল্যাবরেটরিজ প্রাইভেট লি., কাফমা ফার্মাসিউটিক্যালস লি., মেডিকো ফার্মা লি., রিড ফার্মাসিউটিক্যালস লি. এবং আলট্রা ফার্মাসিউটিক্যালস লি.।

এছাড়া সংসদীয় টিমের পরিদর্শন শেষে ৩টি কোম্পানি পেনিসিলিন, সেফালো স্পেরিন ও স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ ছাড়া সব ওষুধ উৎপাদন করতে পারবে বলে জানানো হয়। এই কোম্পানিগুলো হলো– রেসিডি ফার্মাসিউটিক্যালস লি., (বর্তমান নাম ডক্টর টিমস ফার্মাসিউটিক্যালস লি.) প্রতীতী ফার্মাসিউটিক্যালস লি. এবং মার্কার ফার্মাসিউটিক্যালস লি.। এছাড়া এফএনএফ ফার্মাসিউটিক্যালস নামক একটি কোম্পানিকে মানুষের সেবনযোগ্য ওষুধ উৎপাদনের অনুমতি না দেয়ার সুপারিশ করা হয়।

মন্ত্রী যা বললেন

প্রতিবেদন প্রকাশ হওয়ার পর সময় পার হয়ে গেছে দুই বছর। কিন্তু ব্যবস্থা নেয়া হয়নি কেন, এমন প্রশ্নের জবাবে স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম বলেন, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে আমি মাত্র ৮ মাস হলো আছি। যে কোনো ভেজাল ও নিম্নমানের ওষুধ সেবন স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। আমি তাই ভেজাল ও নিম্নমানের ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বলেছি। এদের লাইসেন্স বাতিল করা হবে। এ বিষয়ে কোনো ছাড় দেয়া হবে না। ■